

প্রধানমন্ত্রী আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মহিলাদের জন্য মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হচ্ছে ৥ ১৫ অক্টোবর ক্লাস

০ খান মোহাম্মদ সালেহ ০

দেশে মহিলাদের জন্য একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হচ্ছে। বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত এ ধরনের মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশে এই প্রথম। আগামী ১৫ই অক্টোবর থেকে এই কলেজে ক্লাস শুরু হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টায় উত্তরা মডেল টাউনে আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজটির উদ্বোধন করবেন।

কলেজটির অন্যতম উদ্যোক্তা এবং অধ্যক্ষ ও নির্বাহী সচিব প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক এ এম মুজীবুল হক জানান, দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের এগিয়ে নেয়ার জন্য মেডিকেল এন্ড হেলথ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট মহিলাদের জন্য মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সম্পূর্ণ অলাভজনক এ কলেজটি কঠোর নিয়ম নীতির মধ্যে পরিচালিত হবে।

প্রত্যেক ব্যাচে ৫০টি আসন রয়েছে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রীদের ভর্তি করা হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের কোর্স অনুযায়ী এখানে পড়াশোনা হবে। এমবিবিএস ছাড়াও স্নাতকোত্তর ডক্টরেট ও পোস্ট ডক্টরেটের সুযোগ পর্যায়ক্রমে তৈরি করা হবে।

এ ধরনের মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশে এই প্রথম এবং দক্ষিণ

এশিয়ায় তৃতীয়। পাকিস্তান ও ভারতে মহিলাদের জন্য মেডিকেল কলেজ রয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, ভবিষ্যতে মুসলিম বিশ্বের ছাত্রীদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষণের চিন্তা-ভাবনা কলেজ কর্তৃপক্ষের রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের ছাত্রীদের জন্যও সুবিধা থাকবে। তবে ছাত্রীদের নির্ধারিত মেধা মান থাকতে হবে।

উত্তরা মডেল টাউনের ৩নং সেক্টরে ৬নং প্রটে কলেজটি নির্মিত হচ্ছে। নিজস্ব হাসপাতালেই ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নেবেন। বাইরের কোন গোলযোগ যাতে ছাত্রীদের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকবেন।

১৫ই অক্টোবরের মধ্যে ক্লাস শুরু করার জন্য উদ্যোক্তারা কাজ করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ৫ জন অধ্যাপকসহ ১১ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী আরো শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। কলেজের জন্য কোন হোস্টেল নির্মাণ করা হয়নি। তবে কোন জমি ক্রয় করতে পারলে হোস্টেল নির্মাণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

মেডিকেল এন্ড হেলথ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অধীনে কলেজটি পরিচালিত হবে। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, নির্বাহী চেয়ারম্যান শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম আর খান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপিকা সুরাইয়া জামিল।